নয়া দিগন্ত

তারিখঃ ২২-০৮-২০২৪ (পৃঃ ০৩,০৯)

ড. খালেকুজ্জামান ব্রির মহাপরিচালক হলেন

● গাজীপুর মহানগর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-(ব্রি)-এর মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। তিনি ১৯৯৪ সালে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। প্রতিষ্ঠানটিতে গত ৩০ বছর ধরে তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ■ ৯ম পৃঃ ৮-এর কলামে

ড. খালেকুজ্জামান ব্রির

৩য় পৃষ্ঠার পর

ড. খালেকুজ্জামান ১৯৬৭ সালে নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার হাড়িসাংগান গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে এসএসসি (বিজ্ঞান বিভাগ) এবং ১৯৮৪ সালের এইচএসসি (বিজ্ঞান বিভাগ) পাস করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৮ সালে বিএসসি এজি অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৯৬ সালে এমএস ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৩ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (এনএআরএস) এর আওতাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তার ৭০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

গত মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোঃ মনিরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে ড. খালেকুজ্জামানকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)-এর দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২২-০৮-২০২৪ (পৃঃ ১১)

ব্রির মহাপরিচালকের দায়িত্ব নিলেন ড. খালেকুজ্জামান

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) পদে দায়িত্ব পেলেন কৃষি বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। বুধবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ পদে যোগদানের আগে তিনি ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে এ ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ড. খালেকুজ্জামান ১৯৬৭ সালে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার হাড়িসাংগান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে এসএসসি (বিজ্ঞান বিভাগ) এবং ১৯৮৪ সালে এইচএসসি (বিজ্ঞান বিভাগ) পাস করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এজি অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৯৬ সালে এমএস ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৩ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (এনএআরএস)-এর আওতাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা জার্নালে তার ৭০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২২-০৮-২০২৪ (পৃঃ ১৬,১৫)

কৃষকের কাছে সময়মতো সার পৌঁছে দিন ॥ কৃষি উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, কৃষিতে উৎপাদন বাড়াতে হবে। সেজন্য যথাসময়ে কৃষকের কাছে সার পৌঁছে দিতে হবে।

কৃষি উপদেষ্টা বুধবার সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও সংস্থা

(১৫ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

কৃষকের কাছে

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, উৎপাদন বাড়াতে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করতে হবে। যে বীজ কৃষকের কাছে যায় সেগুলো যেন গুণগত মানসম্পন্ন হয়। বীজের মান ভালো না হলে ফসল ভালো হবে না।

উপদেষ্টা সার প্রসঙ্গে বলেন, সারের কোনো সমস্যা নেই।

কৃষকের কাছে সারটা যেন সময়মতো পৌঁছে, এটা নিশ্চিত করতে হবে, সাপ্লাই চেইন ঠিক রাখতে হবে।

উৎপাদন বাড়াতে বীজ ও সারের পাশাপাশি কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে কৃষকদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখতে হবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, দুর্নীতিকে কোনো ধরনের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। কোনো দুর্নীতিবাজের জন্য কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কৃষকরা দুর্নীতির কারণে বঞ্চিত হচ্ছে। মধ্যস্বত্বভোগী ও অসাধু শ্রেণির জন্য কৃষক দাম পায় না। ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুধু কোটাবিরোধী আন্দোলন নয়। এটা দুর্নীতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন।

উপদেষ্টা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে থেকে কৃষকদের সেবা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেন।

মতবিনিময় সভায় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়াসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।